|  |
| --- |
| **মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ** |

**১.0 ভূমিকা**

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০৪১-এ বলা হয়েছে যে, পরিকল্পিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ খাতের কৌশল হবে জনমিতিক লভ্যাংশের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা। সে লক্ষ্যে কর্মক্ষম জনসাধারণকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সৃজনশীল, কর্মমুখী, বিজ্ঞানধর্মী, উৎপাদন সহায়ক শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরি করার লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ মুখ্য ভূমিকা পালন করে। মন্ত্রণালয়ের নিরন্তর প্রচেষ্টায় মাধ্যমিক স্তরে বর্তমানে ভর্তির হার ৬১%। এছাড়া মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত 4৫:5৫। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১-এ নারীশিক্ষার উদ্দেশ্য সাধনে নারীশিক্ষা বৃদ্ধি, নারী-পুরুষের মধ্যে শিক্ষার হার ও সুযোগের বৈষম্য দূর করা এবং উন্নয়নের মূল ধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে শিক্ষানীতি-২০১০ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পাশাপাশি জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৮-এ নারী উন্নয়নের জন্য নারী শিক্ষার্থীদের আইসিটিবিষয়ক সম্যক ধারণা দেয়ার নীতিমালা গৃহীত হয়েছে। শিক্ষাখাতের সার্বিক মান উন্নয়নে সরকার ধারাবাহিকভাবে এ বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদান অব্যাহত রেখেছে, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট জিডিপির শতকরা হারে প্রায় ০.৯%। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট বাজেটের শতকরা হারে এ বিভাগের বাজেট প্রায় ৫.9%।

**২.0 আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ ও ১৭ অনুচ্ছেদে জনগণের মৌলিক অধিকার হিসেবে শিক্ষা সেবা প্রদানে রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার প্রতিপালনে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ প্রাথমিক শিক্ষা পরবর্তী শিক্ষা হতে শুরু করে শিক্ষার উচ্চ স্তর (tertiary level) পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও নীতিকৌশল প্রণয়ন করে থাকে। Allocation of Business অনুযায়ী মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ নারীর নিরক্ষরতা দূর করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখছে। বিশেষ করে কন্যাশিশু ও নারীসমাজকে কারিগরি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ সকল বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করছে। এছাড়া কন্যাশিশুদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপবৃত্তি প্রদান অব্যাহত রাখা এবং মেয়েদের জন্য স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করার মতো বিষয়গুলোকে প্রধান্য দেয়া হচ্ছে। মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রণীত নীতিসমূহ দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে শিক্ষাকে ‘দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ’ গড়ার প্রধান হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। সে লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি যুগোপযোগী জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন করেছে। শিক্ষানীতি-২০১০-এ নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত যে সকল নির্দেশনা রয়েছে তা হলো−নারীর মধ্যে সচেতনতা ও আস্থা সৃষ্টি করা, নারীকে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সচেতন করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে নারীর দক্ষতা বৃদ্ধি করা, দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা, নারীকে আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার লক্ষ্যে আত্মকর্মসংস্থান ও বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত করা, মহিলা শিক্ষকদের চাকুরিতে নিয়োগে বৈষম্য না রাখা এবং সমযোগ্যতাসম্পন্ন মহিলাদের বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া।

**৩.0 মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

**৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য**

বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর-সংস্থায় কর্মরত মহিলা ও পুরুষ পরিসংখ্যান

| **প্রতিষ্ঠান** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সচিবালয় | 200 | 153 | ৪৭ | ২৩.৫ |
| মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর | 5,686 | 3,364 | ২,৩২২ | ৪১.০ |
| আঞ্চলিক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অফিসসমূহ | 162 | 116 | ৪৬ | ২৮.০ |
| জেলা শিক্ষা অফিসসমূহ | 617 | 471 | ১৪৬ | ২৪.০ |
| উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসসমূহ | 2,147 | 1,900 | ২৪৭ | ১২.০ |
| সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়সমূহ | 828 | 602 | ২২৬ | ২৭.০ |
| সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ | 9,501 | 6,586 | ২,৯১৫ | ৩১.০ |
| সরকারি স্কুল ও কলেজসমূহ | 850 | 618 | ২৩২ | ২৭.০ |
| সরকারি মহাবিদ্যালয়সমূহ | 18,896 | 14,122 | ৪,৭৭৪ | ২৫.০ |
| বেসরকারি মহাবিদ্যালয়সমূহ | 92,785 | 67,888 | ২৪,৮৯৭ | ২৭.০ |
| বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ | 2,69,722 | 1,84,241 | ৮৫,৪৮১ | ৩২.০ |
| উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহ | 187 | 143 | ৪৪ | ২৪.০ |
| বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন | 329 | 285 | ৪৪ | ১৪.০ |
| বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ | 45,445 | 33,986 | ১১,৪৫৯ | ১৬.০ |
| শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর | 1,428 | 1,304 | ১২৪ | ১১.৫ |
| পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর | 84 | 68 | ১৬ | ১৯.১ |
| জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) | 139 | 114 | ২৫ | ১৮.০ |
| বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) | 610 | 542 | ৬৮ | ১১.১ |
| বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন | 22 | 14 | ৮ | ৩৬.৪ |
| জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড | 207 | 179 | ২৮ | ১০.১ |
| প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট | 27 | 24 | ৩ | ১১.০ |
| আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) | 39 | 28 | ১১ | ২৮.২ |
| বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল | 48 | 39 | ৯ | ২৩.১ |
| **মোট :** | **4,49,959** | **3,16,727** | **১,৩৩,১৭২** | **২৯.৬** |

সূত্র : বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)

**৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **প্রতিষ্ঠান** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| স্কুল পর্যায়ে শিক্ষা (সরকারি)  | ১৫,১৬৪ | ১০,৪০৪ | ৪,৭৬০ | ৩১.৪ |
| স্কুল পর্যায়ে শিক্ষা (বেসরকারি) | ২,৬৩,৪৪৪ | ১,৮২,৭৬৯ | ৮০,৬৭৫ | ৩০.৬ |
| কলেজ পর্যায়ে শিক্ষা (সরকারি) | ৩০,৬১৮ | ২২,১৯৫ | ৮,৪২৩ | ২৭.৫ |
| কলেজ পর্যায়ে শিক্ষা (বেসরকারি) | ১,১২,৩৮৯ | ৮২,২০৮ | ৩০,১৮১ | ২৬.৯ |
| বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ | ১৫,২৩৬ | ১১,০১০ | ৪,২২৬ | ২৭.৭ |
| বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ | ১৫,৬৬৩ | ১০,৬৮৪ | ৪,৯৭১ | ৩১.৮ |
| **মোট :** | **৪,৫২,৫১৪** | **৩,১৯,২৭০** | **১,৩৩,২৩৬** | **29.4** |

সূত্র : বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)

**মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০২২ সালে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো :**

* স্কুল পর্যায়ে মোট ভর্তিকৃত ১,০১,৩৩,১৪৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ৫৫৪১৭১২ জন (5৫%);
* কলেজ পর্যায়ে মোট ভর্তিকৃত ৪৮,৩২,১৭০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ২৪২৯২২৮ জন (৫০%);
* শিক্ষক প্রশিক্ষণে মোট ৩3,998 জন শিক্ষার্থীর মধ্যে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৪,৭৬৩ জন (৪৩%);
* পেশাগত শিক্ষায় মোট ১,৭4,৮8৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১,০৭,৫৩৯ জন (৬২৯%) নারী শিক্ষার্থী;
* সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত মোট ১০,৩৪,৩২০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে নারী শিক্ষার্থী ৩,৮৮,৬৬২ (৩৮%)।

**4.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **বিবরণ** | **বাজেট 20২4-25** | **সংশোধিত 2023-২4** | **বাজেট 2023-২4** | **প্রকৃত 2022-23** |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

**৫.0 মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব**

| **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)**  |
| --- | --- |
| মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন | মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে বিভিন্ন স্টাডি পরিচালনা, বেইজলাইন সার্ভে, কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং মডেল বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপন করে থাকে। শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে।  |
| সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন | মানসম্মত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে নতুন ভবন নির্মাণ, বিদ্যমান ভবন মেরামত ও সংস্কার এবং অনগ্রসর এলাকায় নতুন ভবন স্থাপন শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণে বিশেষ অবদান রাখছে। বিগত অর্থবছরের ধারাবাহিকতায় ছাত্রীদের আবাসনের জন্য সরকারি কলেজসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক হোস্টেল নির্মাণ, টয়লেট এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য র‍্যাম্প নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে, যা নারীবান্ধব কর্ম ও শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করছে। |
| মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান | মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি, ঝরে পড়ার হার হ্রাস করাসহ জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। |

**৬.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন**

| **ক্রমিক** **নং** | **প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)** | **পরিমাপের একক** | **২০২০-২১** | **২০২১-২২** | **২০২2-২3** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী অনুপাত  | অনুপাত | ৪৫:৫৫ | ৪৭:৫৩ | 45:5৫ |
| 2. | উচ্চ শিক্ষায় ছাত্রী ভর্তির হার  | % | ২০.৪৮ | ২০.৩২ | 17.19 |

মাধ্যমিক পর্যায়ে ২০২১ সালে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১,০১,৯০,০২২ জন, যার মধ্যে ছাত্রী ৫৫,৭১,৩৭২ জন এবং ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত ৪৫:৫৫। ২০২২ সালে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১,০১,৩৩,১৪৩ জন, যার মধ্যে ছাত্রী ৫৫,৪১,৭১২ জন এবং ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত ৪৭:৫৩। উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে ২০২১ সালে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩৮,৭৯,৯৩৯ জন, যার মধ্যে ছাত্রী ১৭,২৩,৮৭২ জন এবং ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত ৫৫:৪৪। উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে ২০২২ সালে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩৮,১২,৪১৪ জন, যার মধ্যে ছাত্রী ১৭,১৬,৭৭২ জন এবং ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত ৫৫:৪৫।

**৭.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য**

২০২৩ শিক্ষাবর্ষে স্কুলসমূহে ভর্তিকৃত মোট 1,01,33,143 জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা 55,41,712 জন (54.69%)। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকুরি ২য় শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়েছে। যার প্রত্যক্ষ সুফল নারীশিক্ষকগণ ভোগ করছে। শিক্ষাকে মানসম্মত, সর্বব্যাপী ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে ২০২3 শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক সকল স্তরে 23,82,62,959 কপি এবং ব্রেইল বই 7,629 কপিসহ মোট 23,82,70,588 কপি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে, যার অর্ধেকাংশের বেশি ছাত্রী এ সুবিধা পেয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০২2-২3 অর্থবছর পর্যন্ত 4,75,42,127 জন নির্বাচিত শিক্ষার্থীকে 11,291.34 কোটি টাকা উপবৃত্তি ও অন্যান্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৭৫ শতাংশ ছাত্রী। স্নাতক পর্যায়ে মেয়েদের উপবৃত্তি চালু করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ডের মাধ্যমে 2013 সাল থেকে ৩০শে মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত ১,৫৫,২৯,৭৯৯ জন স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীর মাঝে ৮৩২,৯৮,৩৮,৮৬০ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ছাত্রী ৭৫ শতাংশ। নারীদের উচ্চ শিক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য চট্টগ্রামে Asian University for Women নামীয় একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন দেশের মেয়েরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছে।

**৮.0 নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ**

* নিয়োগকালে মফস্‌সল এলাকায় সর্বদা যোগ্যতাসম্পন্ন নারী প্রার্থী না পাওয়া;
* দেশে এবং বিদেশে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও পেশাগত শিক্ষা ক্ষেত্রে সমান সুযোগের অভাবে পুরুষের তুলনায় সংখ্যা ও গুণগত দিক থেকে নারীরা অনেক পিছিয়ে আছে;
* বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার অনেকটা কমে আসলেও এখনো পুরোপুরি নির্মূল করা যায়নি; এবং
* বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষত সহশিক্ষা (Co-education) প্রতিষ্ঠানসমূহে মেয়েদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ স্যানিটেশন ও পানীয় জল, কমন রুম, আবাসন সুবিধা ইত্যাদি না থাকা।

**৯.0 ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণে ছাত্রীদের ভর্তির হার বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া;
* উচ্চ শিক্ষায় বিদ্যমান হারে মেয়েদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা;
* বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে অধিকসংখ্যক নারীদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা;
* দেশীয়, বিশ্ববাজার এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দক্ষতার প্রতি লক্ষ্য রেখে চাহিদাভিত্তিক দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে শিক্ষার সকল স্তরে আইসিটি কারিকুলাম নিয়মিত হালনাগাদকরণ; এবং
* উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে লিঙ্গ সমতা আনয়ন করা জরুরি। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মেয়ে শিক্ষার্থীর অনুপাত বাড়ানোর লক্ষ্যে ২০১১ সালে প্রণীত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি অনুসরণ করে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীদের কোটা বৃদ্ধি, উদার শিক্ষাবৃত্তি ও অন্যান্য অর্থায়ন প্যাকেজের প্রচলন করা।